ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/১৯৪ তারিখঃ ২৭/০২/২০২৩

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক প্রথম আলো"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।**

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার ৬ষ্ঠ পাতায় **"ঢাকা ওয়াসার কাছে বকেয়া ২৪ হাজার কোটি টাকা"**- শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

শিরোনামসহ প্রকাশিত সংবাদটি বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রথমতঃ বিদেশী ঋণে প্রকল্প নিলেও ওয়াসার অদক্ষতায় সেগুলোর সুফল মিলছেনা- এ তথ্যটি একদমই সঠিক নয়। বরং গত ১২ বছরে বর্তমান সরকার তথা মাননীয় প্রধামন্ত্রীর সঠিক দিক-নির্দেশনায় ঢাকা ওয়াসা বিদ্যমান প্রশাসনের নেতৃত্বে চাহিদার চেয়েও বেশি পানি উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে। ফলে এখন আর রাজধানীতে পানির দাবীতে মিছিল-মিটিং হয়না।

দ্বিতীয়তঃ ঢাকা ওয়াসার নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, ঋণ সংক্রান্ত নথি এবং সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (SLA) মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার কাছে সরকারের পাওনা ডিএসএল (সুদাসল) এর সর্বমোট পরিমাণ এ বছরে ১,১৬৬.৮৯/-কোটি (এক হাজার একশত ছেষট্টি কোটি উননব্বই লক্ষ) টাকা। এই টাকা ঢাকা ওয়াসা কিস্তিতে পরিশোধ করছে। অপরদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা ওয়াসার নিকট সরকারের পাওনা বাবদ সুদাসলসহ ডিএসএল এর পরিমাণ ২৪,০৩৯.৮৪/- কোটি (চব্বিশ হাজার উনচল্লিশ কোটি চুরাশি লক্ষ) টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, ঋণ সংক্রান্ত নথি ও সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (SLA) অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত টাকার পরিমাণ সঠিক নয়। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত ডিএসএল এর হিসাব বিবরণী ও নির্দেশিকা ২০১৯-২০ এ যে ঋণের বিবরণী উল্লেখ রয়েছে তাও সঠিক নয়। ইতিমধ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ১২.০২.২০২৩ তারিখে স্মারক নং-৪৬.১১৩.৩১৭.০০.০০.২০২২-২৩/সিএও/৬৪৭৩ মারফত উক্ত ভুলগুলো সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যয় সম্পর্কে প্রতিবেদকের ন্যূনতম ধারনা নেই বলেই এরুপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসা নির্ধারিত সময়ে ও নিয়মিতভাবে সরকারের পাওনা ডিএসএল কিস্তিতে পরিশোধ করে আসছে।

তৃতীয়তঃ এক যুগ আগেও ঢাকা ওয়াসার ঋণ ছিলো শূন্যের কোটায়- এ তথ্যটিও সঠিক নয়। তবে এটা ঠিক যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নেয়ায় বর্তমানে পূর্বের চেয়ে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। তাছাড়া চার বছরে ঋণ দ্বিগুণ হবার তথ্যটি অকাট্য মিথ্যা। ঢাকা ওয়াসা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয় করেই উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়ে থাকে। যার সুফল বর্তমান রাজধানীবাসি ভোগ করছে। একটি সময় ছিল যখন রাজধানীতে লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং মাত্র ৬০ ভাগ মানুষ পানি

পেত। বর্তমানে রাজধানীতে প্রায় ২ কোটি লোক বসবাস করে এবং চাহিদার শতভাগ পানি পায়। এটিই বর্তমান ব্যবস্থাপনার সাফল্য।

চতুর্থতঃ প্রকল্পে সুফল না পাওয়া প্রসঙ্গে প্রতিবেদক পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। এটাও সঠিক নয় । এ প্রকল্পের সুফল নগরবাসী পাচ্ছেন। বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার অধিবাসীরা এখন নিরবিচ্ছন্ন এবং সুপেয় পানি পাচ্ছেন। অতএব সুফল না পাওয়ার তথ্যটি প্রতিবেদকের মনগড়া।

পঞ্চমতঃ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার নিয়ে প্রতিবেদক যে তথ্য দিয়েছেন সেটাও সঠিক নয়। পয়ঃ শোধনাগারটি বর্তমানে পূর্ন ক্ষমতায় (৫০০ এমএলডি) চলমান আছে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০১(এক) টি Sewage Lifting Station, ০৫ কি.মি. Trunk Main Sewer (Dual Line) ও ৫০০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণ করার ব্যবস্থা ছিল এবং সে অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের চুক্তির Work scope এ আলাদাভাবে কোন পয়ঃ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করার সুযোগ ছিল না।

অধিকাংশ প্রকল্প নির্ধারিত সময় ও খরচে শেষ হচ্ছে না- প্রতিবেদকের এ তথ্যের বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য হ'ল বাস্তবতার নিরিখে উপযুক্ত কারণে কোন প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগির মূল্যায়নসহ যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে সরকার তার অনুমোদন দিয়ে থাকে।এক্ষেত্রে এককভাবে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের পক্ষে এ সংক্রান্ত কোনো কিছুই করার সুযোগ নেই।

আলোচ্য প্রতিবেদনে পানির দাম বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য হ'ল বর্তমানে পানিতে ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার। কেননা বর্তমানে প্রতি এক ইউনিট (এক হাজার লিটার) পানি উৎপাদনে ঢাকা ওয়াসার ব্যয় কমবেশি ২৫ টাকা, সেখানে গ্রাহকের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে প্রায় ১৫ টাকা । সুতরাং ভর্তুকি কমানোর লক্ষে প্রতিবছর সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পানির দাম সমন্বয় করা হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসার বর্তমান প্রশাসন যে ঢাকা শহরে পানির জন্য হাহাকার ছিল, সেই মহানগরীতেই ২০১০ সালে **'ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা'** কর্মসূচীর অলোকে ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ও পয়ঃ সেবা ঢেলে সাজানোর তথা আধুনিকায়নের জন্য দুইটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরি করে। ওয়াটার মাষ্টার প্ল্যান এর আওতায় এরই মধ্যে রাজধানিবাসীকে দৈনিক পানি চাহিদার শতভাগ ঢাকা ওয়াসা সরবরাহ করছে। প্রসংগতঃ বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার পানি উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার চেয়ে বেশী। দৈনিক চাহিদা যেখানে প্রায় ২৪৫ থেকে ২৫০ কোটি লিটার, সেখানে দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা ২৭০ থেকে ২৭৫ কোটি লিটার।

ঢাকা ওয়াসা আজ পানি সরবরাহে পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও গণমূখী পানি ব্যবস্থাপনায় শতভাগ সফলতা দেখিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা **'রোল মডেল'** বলে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাগুলি উল্লেখ করছে।

এমতবস্থায়, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৭/২/২০২৩

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।